কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (টিভিইটি)-এর জন্য

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা জনপ্রিয় করতে প্রচার কর্মসূচি কৌশলপত্র

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে :

► কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ‘স্কিলস ২১’ প্রকল্প

পরিমার্জিত সংস্করণ মার্চ ২০২৩

সূচি

১. ভূমিকা ৩
২. পটভূমি ৩
৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৪
৪. পদ্ধতি ৪
৫. প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য ৫
৬. অংশীদার অথবা অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ৫
৭. অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মনোভাব ৬
৮. প্রচার কৌশল ৭
৯. বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ১২

১. ভূমিকা

দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এ মুহূর্তে জনমিতির লভ্যাংশের সর্বোচ্চ ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, তার তাগিদ অনুভব করছে। প্রতি বছর শ্রমবাজারে ঢুকছে অন্তত ২০ লাখ তরুণ।

এই তরুণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জন এবং কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান বাড়ানোর দিকেও সরকারের বিশেষ মনোযোগ রয়েছে।

আমরা প্রত্যাশা করি, এই কৌশলপত্রটি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়ক হয়ে উঠবে; এটি তরুন, তাদের অভিভাবক এবং বিশেষ করে নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে।

আমাদের এ প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো, উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে সুনির্দিষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়া, যেমন- দক্ষতা প্রশিক্ষণ, চাকরির সুযোগ, শোভন কর্মসংস্থান ইত্যাদি।

২. পটভূমি

বাংলাদেশ সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রথম জাতীয় নীতি অনুমোদন করেছিল ২০১১ সালে। এরপর দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে নানা ধরনের বিনিয়োগ বেড়েছে। কারিগরি শিক্ষার বেশির ভাগ অংশে লেগেছে সংস্কারের ছোঁয়া।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ ও কর্মসংস্থানে বিশ্বজুড়ে দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে অবশ্য সাধারণ মানুষ এখনও এর তাৎপর্য ব্যাপকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। বেশির ভাগ মানুষ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেও না। কারিগরি শিক্ষায় তাই তরুণদের বড় অংশের অংশগ্রহণ এখনও অল্প। বিশেষ করে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত অন্যান্য শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত দুর্বল।

কারিগরি শিক্ষার সামাজিক মর্যাদা নেই, সাধারণভাবে এ ধরনের মানসিকতাও প্রচলিত রয়েছে। এটিও বড় অন্তরায়। এমন মনোভাব পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বড় পরিসরে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা মুশকিল।

কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে লেখাপড়া ও কর্মসংস্থান বিষয়ে জানা-বোঝার ঘাটতি, সচেতনতার অভাব এবং সঠিক তথ্যের সংকটকে বড় কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। কারিগরি শিক্ষা নিয়ে ইতিবাচক ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হলে এর সামাজিক অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত সামাজিক বিপণন কৌশল প্রণয়ন করা দরকার। আর এ কাজটি শুরু করার এখনই উপযুক্ত সময়। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর বড় অংশই যেহেতু তরুণ বয়সের, কাজেই দক্ষ জনশক্তি তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ‘স্কিলস-২১’ প্রকল্প আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর কারিগরি সহায়তায় ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এই

কৌশলপত্রটি তৈরি করেছে। এর লক্ষ্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে জনপ্রিয় করে তোলা।

এর বিশদ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে পাইলট কর্মসূচি শুরু হয়েছে সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে। এর পরের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী মহিলাপলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা মহিলা পরিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি বাগেহাট, জামালপুর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ, ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

এই প্রচার কর্মসূচির কৌশল চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে মাঠ-পর্যায়ের তথ্য ও সুপারিশ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সিলেট, রাঙামাটি ও গাইবান্ধার তিনটি প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচির প্রথম অংশ আয়োজনের পরে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে 'স্কিলস-২১' প্রকল্পের সহযোগিতায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত হয়েছে কর্মসূচির পরবর্তী অংশ।

মাঠ-পর্যায়ের বাস্তবায়নের পর কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর দেশজুড়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই প্রচার কর্মসূচি কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করবে।

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

কারিগরি শিক্ষায় তরুণদের আগ্রহ তৈরির কাজটিই এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত দেশে তো বটেই, ইদানীং উন্নয়শীল দেশেও কারিগরি শিক্ষার প্রসার নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারও এটি অগ্রাধিকার তালিকায় রেখেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আরও বেশি সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় এখনও আকৃষ্ট হতে শুরু করেনি। কারিগরি শিক্ষাকে এখনও এ-দেশে দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা হিসেবে দেখা হয়। এই অনাগ্রহের পেছনে প্রধান কারণ :

- ► কারিগরি শিক্ষার ব্যাপ্তি, কার্যকারিতা, প্রেক্ষাপট নিয়ে সঠিক ধারণার অভাব;
- ► কারিগরি শিক্ষায় কাজের ক্ষেত্র কতখানি বিস্তৃত, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকা;
- ► সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কর্ম-বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
- ► প্রশিক্ষণ বা দক্ষতার বিপরীতে পারিশ্রমিক আকর্ষণীয় নয়;
- ► কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রচার প্রচারনার অভাব।

বর্তমানের অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের কারণে বিশ্বজুড়ে হাতে-কলমের দক্ষতার বিপুল চাহিদা তৈরি হয়ে আছে। এ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারও কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার তালিকার ওপরের দিকে রেখেছে, যাতে তরুণরা প্রযুক্তিগত দক্ষতায় নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারে। তাহলেই কেবল দেশে-বিদেশে নানা শ্রমবাজারে তাদের প্রবেশগম্যতা তৈরি হবে। নিত্যপরিবর্তনশীল বিশ্ববাজারে দ্রুত সময়ের মধ্যে এই সুবিধাটি আদায় করে নিতে চাইলে কারিগরি শিক্ষার মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে বিলম্ব করার উপায় নেই।

৪. পদ্ধতি

এই কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য মাঠ-পর্যায়ে কিছু গবেষণা করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, কৌশলপত্র ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে কিছু তথ্য :

- ২০২০ সালের মার্চে অনানুষ্ঠানিক জরিপ করা হয় 'স্কিলস-২১' প্রকল্পের অংশীদার কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া, প্রচার কর্মসূচি, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মনোভাব জানার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও প্রত্যাশার তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেই জরিপে।
- জরিপের ফলাফল নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, চিফ ইনস্ট্রাকটর ও 'স্কিলস-২১' প্রকল্প সমন্বয়কদের অংশগ্রহণে কর্মশালা করা হয় ২০২০ সালের ১১ মে। আলোচনায় বেশ কিছু সুপারিশ উঠে আসে। তার ভিত্তিতে তৈরি হয় এই কৌশলপত্র ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা।
- মাঠ পর্যায়ে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল তরুণ সম্প্রদায়, তাদের অভিভাবক, চাকরিদাতা, কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পর্যালোচনার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা 'ব্র্যাক'-এর 'ইয়ুথ পারসেপশন অন টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন স্টাডি' প্রতিবেদন থেকেও তথ্য-উপাত্তের সহায়তা নেওয়া হয়।
- প্রতিটি গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করেই প্রস্তুত করা হয় প্রচার কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা। প্রথম পর্যায়ে তিনটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি আয়োজনের বাস্তব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এটিতে আরও কিছু কার্যক্রম সংযুক্ত করে পরিমার্জিত সংস্করণের ভিত্তিতে আরও আটটি প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

৫. প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক ধারণা প্রতিষ্ঠা করা (সাম্প্রতিক সমীক্ষা : তরুণদের ৪৩.৩ শতাংশের মনোজগতে কারিগরি শিক্ষার স্থান নেই : ব্র্যাক, ২০১৯);
- তরুণদের বোঝানো যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নয়ন ও নিশ্চিত জীবিকার জন্য কারিগরি শিক্ষা কার্যকর উপায়;
- শিক্ষার্থী ঝরে পড়া ঠেকাতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা;
- প্রশিক্ষণার্থীদের স্বমূল্যায়নের ব্যবস্থা এবং নিজের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে কারিগরি শিক্ষার প্রচার-প্রসারে উদ্বুদ্ধ করা;
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়িক অংশীদার বিবেচনা করতে নিয়োগকর্তাদের উৎসাহিত করা;
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে তার উপযোগিতা কেমন, জনশক্তি কী ধরনের হওয়া দরকার, সেসব বিষয়ে চাকরিদাতাকে ধারণা দেওয়া;

- কারিগরি শিক্ষা পরবর্তী পেশা ও কাজের সুযোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অবহিত করা;
- নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রচার করা, যাতে তারা এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতার উন্নয়নের সহযোগিতা নিতে পারে।

৬. অংশীদার অথবা অভীষ্ট জনগোষ্ঠী

- সম্ভাব্য/বর্তমান শিক্ষার্থী : অংশীদারদের মধ্যে এরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রচার কর্মসূচি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে এই গোষ্ঠীর তরুণদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার ওপর।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : গুরুত্বের ভেদে দ্বিতীয় অবস্থানে। প্রতিটি কর্মকৌশল এমনভাবে স্থির করা চাই যেন প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই পরবর্তী সময়ে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে।
- অভিভাবক : অভিভাবক গোষ্ঠীকে সঠিকভাবে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা দরকার, যেন তারা সন্তানদের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।
- চাকরিদাতা : চাকরিদাতারা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি আনতে হবে, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই তাদের চাহিদামতো জনশক্তির জোগান নিশ্চিত হবে।

৬.১ বিবেচনায় রাখা চাই :

- জনমত-প্রভাবক : সাধারণ জনমত গঠন ও পরিবর্তনে যে বা যারা প্রভাব বিস্তার করেন (যেমন, অভিভাবক, প্রতিবেশী, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা ইত্যাদি) কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে তাদের আচরণ হওয়া দরকার সংবেদনশীল ও সতর্ক। সত্যি বলতে কি, এই কর্মসূচি দীর্ঘদিনের সামাজিক ধ্যান-ধারণাকে বদলে দেওয়ার লক্ষ্যেই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কাজটি কিন্তু সহজ নয়!

৭. অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মনোভাব

৭.১ বর্তমান/সম্ভাব্য তরুণ শিক্ষার্থী

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অবিশ্বাস্য পর্যায়ের দ্রুততর হলেও, তরুণদের বড় অংশ কিন্তু চিরাচরিত পথেই ক্যারিয়ার গড়তে চায়। অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের সক্ষমতার বিষয়ের তাদের ধারণা ও জানা-বোঝা স্পষ্ট নয়। কারিগরি শিক্ষা নিয়ে বেশির ভাগ তরুণের হীনম্মন্যতা রয়েছে।

অথচ চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব এবং করোনাভাইরাস মহামারী দুর্যোগে বারবার প্রমাণিত হচ্ছে, যে কোনো পেশায় টিকে থাকতে হলে কারিগরি দক্ষতাই বড় অবলম্বন। কারিগরি শিক্ষার পথ বেয়ে কতদূর যাওয়া সম্ভব, তরুণদের সেই রূপরেখা দেখানোই এই প্রচার কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য।

এ দেশের নারী, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি, সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীও মনে করে কারিগরি শিক্ষা তাদের খুব বেশি উপকারে আসবে না। অথচ সরকারের শিক্ষানীতি ও দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে বলা হচ্ছে, এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অর্থাৎ সবার জন্য। প্রচার কর্মসূচিতে 'সবার জন্য কারিগরি শিক্ষা' প্রতিপাদ্য ছড়িয়ে দেওয়ারও লক্ষ্য থাকবে।

৭.২ অভিভাবক ও সম্প্রদায়

বাংলাদেশে সমাজ-বাস্তবতায় অভিভাবকদের বড় অংশ বিশ্বাস করেন, সাধারণ কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করে চাকরি পেয়ে যাওয়া মানেই জীবনে সফলতা অর্জন করা। প্রচার কর্মসূচিতে তাদের জানানো হবে, পাশ-ফেল নয় বরং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে দরকার দক্ষতাভিত্তিক পেশা। সেই দক্ষতা আবার প্রতিদিনই একটু একটু করে ঝালিয়ে নিতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার যে পরিক্রমায় বাংলাদেশ রয়েছে, সেখানে আরও দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্র হবে দক্ষতাভিত্তিক, ফলাফল-কেন্দ্রিক নয়। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারলে এ যাত্রায় স্থবিরতা আসার শংকা কম। আর্থিক উন্নতিও হবে অনেক বেশি। দেশে-বিদেশে সবখানেই থাকবে কাজের সুযোগ।

৭.৩ নিয়োগকর্তা

শিল্প-উদ্যোক্তাদের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, উপযুক্ত কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে উৎপাদনও ভালো হচ্ছে না। আসলে দক্ষ কর্মীর জোগান আসার কথা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে। সেখানে গেলে আবার শোনা যায়, শিক্ষার্থীদের কাজের বাজার খুব বেশি বড় নয়। অথচ একজন প্রশিক্ষিত কর্মী যেমন নিজে দক্ষ হাতে কাজ করেন, প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠান ও দেশের অর্থনীতিও উপকৃত হয়।

প্রচারাভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিল্প-উদ্যোক্তাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে একটি যোগসূত্র তৈরি করে দেওয়া, যাতে তারা বিভিন্ন সময় দেখতে পারে কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ

জনশক্তি তৈরি করছে। একই সঙ্গে শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা করে দেশের কর্মসংস্থানেও ভূমিকা রাখছে।

৮. প্রচার কৌশল

এই প্রচার কর্মসূচিতে যেসব কৌশল নেওয়া হচ্ছে, তার লক্ষ্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ জনপ্রিয় করে তোলা। অভীষ্ট জনগোষ্ঠী কারিগরি শিক্ষা নিয়ে ইতিবাচক ধারণা পাবে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে, চাকরিদাতা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে পারবে। সব মিলিয়ে কমবে বেকারত্ব। এসব বার্তা বাস্তব জ্ঞান হিসেবে তরুণ ও সংশ্লিষ্টরা নিতে পারছে কিনা, সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ। বার্তাগুলো হয়তো

নিচের একটি বা একাধিক আচরণগত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

৮.১সচেতনতা ও জ্ঞান

প্রাথমিক জরিপ ও গবেষণা থেকে স্পষ্ট যে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ক প্রচারাভিযান হওয়া চাই অনুপ্রেরণামূলক। কারিগরি শিক্ষার সুফলভোগীদের গল্প শোনানো হবে তরুণ ও তাদের অভিভাবকদের। একজনের সাফল্য প্রত্যক্ষ করেই অন্যরা উৎসাহিত হয়। আরও দেখাতে হবে ক্যারিয়ারের নানামুখী সম্ভাবনা। আবার চাকরিদাতাকে দেখাতে হবে, কীভাবে আধুনিক কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে। কর্মসংস্থান তৈরির কাজে তাদের দায়িত্বের বিষয়টিও মনে করিয়ে দিতে হবে।

৮.২ মনোভাব ও বিশ্বাস

তরুণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী, অভিভাবক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী গোষ্ঠী কারিগরি শিক্ষার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারলেই ধীরে ধীরে এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে। নিজেরা সুফল পেতে শুরু করলে একজন আবার আরেকজনকে উৎসাহিত করতে শুরু করবে। তাই এ প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের কার্যক্রম তুলে ধরা হবে, যাতে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো কোর্সের বিষয়েই শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে।

৮.৩ স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ

প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণরা নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে সচেতন হবে। বুঝতে শুরু করবে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তারা আরও কত যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। একজন তরুণ ও তার পরিবার কারিগরি শিক্ষার নানা দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি আরও অনেকের সাফল্যের গল্প শুনতে পাবে, তখনই কেবল সে কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহী হবে। এরপর ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে তুলবে সত্যিকারের দক্ষ হিসেবে।

৮.৪ সামাজিক নিয়ম

কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত সফলতার গল্পগুলো তরুণ শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, চাকরিদাতা এবং অন্যান্য অংশীদারের কাছে তুলে ধরা হবে।

শুধু তরুণরা নয়, সমাজে অন্য সবার মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক নেতিবাচক ধারণা বদলে দেওয়াই এখানে মূল উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতি আমাদের প্রচার কর্মসূচির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কারিগরি শিক্ষার সফল সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কী হতে পারে, এ পদ্ধতিতে সবাই তা সহজে বুঝতে পারবে।

৮.৫ যেসব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নেওয়া চাই :

- ► কারিগরি শিক্ষার সম্ভাবনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবহিত করা;
- ► ইতিবাচক বার্তা ও সফলতার গল্প;
- ► সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য;
- ► শিল্পদ্যোক্তাদের কারিগরি শিক্ষার আধুনিকায়ন সম্পর্কে জানানো;
- ► নারী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য যেসব সংস্থা কাজ করছে, তাদের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবার প্রবেশগম্যতার বিষয়টি প্রচার করা;
- ► অভিভাবক ও সামাজিক নেতাদের কাছে কারিগরি শিক্ষাকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা।

৮.৬ অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত বার্তা

প্রতিটি দল বা গোষ্ঠীর জন্য আলাদা বার্তা ও বিশেষায়িত কৌশল দরকার হবে। তরুণদের জন্য থাকবে যোগ্যতা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণামূলক বার্তা। অভিভাবকদের জন্য দ্রুত সময়ে সন্তানের কর্মসংস্থানের সুযোগের বার্তা। নিয়োগকর্তার জন্য থাকবে দক্ষ কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে কী কী সুফল, তার বার্তা।

৮.৭পরিকল্পিত উদ্যোগ

গোটা কার্যক্রমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকবে। কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হবে যেভাবে :

৮.৭.১ এলাকাভিত্তিক কার্যক্রম

এলাকাভিত্তিক কার্যক্রমে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সংবলিত বার্তা, সফল শিক্ষার্থীর গল্প, অভিভাবক ও নিয়োগকর্তার ছবি দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পোস্টার ও স্টিকার প্রদর্শিত হবে। নানা কোর্সের তথ্যসহ লিফলেট বিতরণ হবে। ডিসি অফিস ও ইনস্টিটিউটের নোটিশ বোর্ডে থাকবে প্রয়োজনীয় তথ্য। কোর্স শুরুর আগে-আগে চলবে ব্যাপক মাইকিং।ধর্মীয় নেতা, ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, অভিভাবক, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত সংগঠনের সমন্বয়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে বৈঠক হবে। গণমাধ্যমে বিশদ সংবাদ প্রকাশিত হবে। স্থানীয় জনসমাগমস্থলে আয়োজন করা হবে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে তথ্য প্রদান কার্যক্রম। সেখানে থাকবে প্রামাণ্যচিত্র, সাবেক শিক্ষার্থী, ভিডিও বার্তার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার নানা ব্যবস্থা। এই কার্যক্রম সরকারিভাবে আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় পরিচালিত হতে পারে। তবে এক্ষত্রে সবসময় জেলা প্রশাসকের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৭.২ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম

এটি হবে সম্ভাব্য শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য নির্ধারিত দিনে। স্থানীয় খবরের কাগজে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। সকাল ৯টা

থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। দিনব্যাপী এই আয়োজন ক্যাম্পাস ওপেন ডে নামে পরিচিত হবে। বর্তমান শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের পাশাপাশি সম্ভাব্য শিক্ষার্থী ও নিয়োগকর্তার সংযোগ স্থাপনের ইভেন্ট।

৮.৭.৩ ক্যাম্পাস ওপেন ডে তে থাকবে যা যা

- ► সকাল বেলা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালী আয়োজিত হবে। র‍্যালীটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে আবার ক্যাম্পাসে এসে শেষ হবে।
- ► স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্যাম্পাস ডে-র উদ্বোধন হবে। এই আয়োজনে আরও থাকবেন স্থানীয় চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলায় অবস্থিত অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক প্রতিনিধি এবং স্থানীয় চাকরিদাতারা।
- ► বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হবে দিন ব্যাপী ক্যাম্পাস ডে।
- ► উদ্বোধনের পর অধ্যক্ষের নেতৃত্বে আমন্ত্রিত অতিথিরা বিভিন্ন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিদর্শণ করবেন। সেখানে শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন প্রকল্প এবং দক্ষতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
- ► দক্ষতার প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা পর্ব শেষ হওয়ার পর অয়োজিত হবে একটি আনুষ্ঠানিক পর্বের। এখানে অধ্যক্ষ তার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে বিষদ বক্তব্য দেবেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিরা তাদের বক্তব্যে কারিগরি শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার নিয়ে বক্তব্য প্রদান করবেন। চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি প্রতিষ্ঠান থেকে কীভাবে ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলিতে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উপযোগী দক্ষ শ্রম শক্তি তৈরি করার ব্যাপারে একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- ► বর্তমান ও সফল শিক্ষার্থীরা এই পবর্বে তাদের সাফল্যের গল্প শুনিয়ে আমন্ত্রিত এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।
- ► কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরি কারিগরি শিক্ষার কার্যক্রম এবং ক্যাম্পেইন ভিডিও প্রদর্শণ করা হবে।
- ► বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যাম্পাস ওপেন ডে তে জব ফেয়ারের আয়োজনের মাধ্যমে সিভি গ্রহণ, ইন্টারভিউ নেওয়া এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে চাকরি প্রদান করবার ব্যবস্থা করবে।
- ► শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্পট ভর্তি প্রক্রিয়া ব্যবস্থাও রাখতে পারে যদি ক্যাম্পাস ওপেন ডে এবং তাদের ভর্তি কার্যক্রমের সময় মিলে যায়।
- ► বিজয়ীদের প্রশংসাপত্র ও পদক প্রদান

৮.৮ ডিজিটাল প্ল্যাটফরম-ভিত্তিক কার্যক্রম

‘কারিগরি প্রতিভা’ নামে একটি ফেসবুক পেইজ ও গ্রুপটিতে বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীকে যুক্ত করা সম্ভব। এটি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। পেইজ ও গ্রুপ থেকে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য, চাকরির সুযোগ, দক্ষতার উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের মতামত, সচেতনতামূলক পোস্ট এবং ভ্রান্ত ধারণা রোধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফরমটি কাজ করবে সবচেয়ে বড় কারিগরি শিক্ষার নেটওয়ার্ক হিসেবে। এখানে সবাই সংযুক্ত হয়ে থাকবে। ‘কারিগরি প্রতিভা’ হবে কারিগরি শিক্ষার্থীদের ব্র্যান্ডিং।

অভীষ্ট শ্রোতা, ফলাফল, টাচপয়েন্ট, বার্তা

লক্ষ্য শ্রোতা	প্রত্যাশিত ফলাফল	টাচপয়েন্ট	শ্রোতা	বার্তা
তরুণ (নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি)	► TVET-এ যোগদান ► দক্ষতা বৃদ্ধি ► জীবনমান উন্নয়ন ► রোল মডেল হিসেবে নিজেকে তৈরি ► অন্যরাও তাদের অনুসরণ করতে পারে	প্রাথমিক: নিজস্ব সম্প্রদায়, আউটরিচ ও প্রতিভা মেলা, ইভেন্ট, ক্যাম্পাস কার্যদিবস মাধ্যমিক: ডিজিটাল যোগাযোগ অন্যান্য: জাতীয়/স্থানীয় গণমাধ্যম	অভীষ্ট কমিউনিটির তরুণ সম্প্রদায় (এছাড়া চা-বাগান বা গ্রামাঞ্চলে, নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি)	কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই
অভিভাবক	► অভিভাবকরা সন্তানকে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করবেন ► একজনকে দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হবে	প্রাথমিক: নিজস্ব সম্প্রদায়, আউটরিচ ও প্রতিভা মেলা, ইভেন্ট, ক্যাম্পাস কার্যদিবস মাধ্যমিক: ডিজিটাল যোগাযোগ অন্যান্য: জাতীয়/স্থানীয় গণমাধ্যম	অভীষ্ট সম্প্রদায়ের অভিভাবক	সন্তানকে দক্ষ করলে কাজ ও সম্মান দুটোই মেলে
নিয়োগকর্তা	► কারিগরি স্নাতকদের দক্ষতা মূল্যায়ন, নিয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষাসনদ অগ্রাধিকার ► কারিগরি স্নাতকদের কাজের প্রশিক্ষণ ► কারিগরি স্নাতকদের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ করা	প্রাথমিক: নিজস্ব সম্প্রদায়, আউটরিচ ও প্রতিভা মেলা, ইভেন্ট, ক্যাম্পাস কার্য দিবস মাধ্যমিক: ডিজিটাল যোগাযোগ অন্যান্য: জাতীয়/স্থানীয় গণমাধ্যম	বিভিন্ন জেলার শীর্ষ ও সম্ভাব্য নিয়োগকর্তা	দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিলে ব্যবসায় সমৃদ্ধি মেলে

	▶ প্রচার কর্মসূচির ক্যাম্পাস ডে পর্বে অংশগ্রহণ			
জনমত প্রভাবক (টিভেট স্নাতক, অভিভাবক, এনজিও, রাজনৈতিক, ধর্মীয় নেতা, প্রধান শিক্ষক, চেয়ারম্যান)	▶ অভিভাবক ও অন্য অংশীদারদের প্রভাবিত করা ▶ নিয়োগকর্তাদের কারিগরি স্নাতকদের নিয়োগ দিতে উৎসাহিত করা	প্রাথমিক: ব্যক্তিগত যোগাযোগ, প্রতিভা মেলা, ক্যাম্পাস স্কিলস ডে মাধ্যমিক: ডিজিটাল যোগাযোগ অন্যান্য :জাতীয়/স্থানীয় গণমাধ্যম	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-অভীষ্ট কমিউনিটি	কারিগরি শিক্ষা দেবে বেকারত্বের মুক্তি

৯. বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

কমিউনিকেশন মাধ্যম	অভীষ্টদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম	সংখ্যা	সময়কাল
১. মেসেজ ও বিভিন্ন উপকরণ তৈরি			
ক্যাম্পেইনের বার্তা তরুনদের জন্য- কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হই দিন বদলাই অভিভাবকদের জন্য- সন্তানকে দক্ষ করলে, কাজ ও সম্মান দুটোই মেলে চাকরিদাতাদের জন্য – দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিলে, ব্যবসায় সমৃদ্ধি মেলে	পোস্টার এবং লিফলেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যবহারের মাধ্যমে		
সফলতার গল্প: কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সফল স্নাতকদের বাছাই করে তাদের সফলতার গল্প তৈরি করবে। এই গল্পগুলো	লিখিত ও ভিডিও পরবর্তী বিভিন্ন আয়োজনে প্রদর্শিত হবে	১টি প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে ৩টি কেস স্টাডি	বছরব্যাপী

কমিউনিকেশন মাধ্যম	অভীষ্টদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম	সংখ্যা	সময়কাল
স্মার্টফোনে ভিডিও আকারে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানের ফেইসবুক পেইজ এবং কারিগরি প্রতিভা পেইজে প্রচার করতে হবে।	ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রচারিত হবে		
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরি ক্যাম্পেইন এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ভিডিও।	বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে	ডকুমেন্টারি	২ বছরে ১টি
পোস্টার : রঙিন পোস্টার হবে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ নেওয়ার বার্তা থাকবে। পোস্টারের ডিজাইনটি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের ক্যাম্পেইন সেকশন থেকে সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানের নাম, আয়োজনের তারিখ, এবং লোগো বদলে ব্যবহার করতে হবে।	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসমাগম স্থান এবং সরকারি বিভিন্ন সেবা কেন্দ্র উদ্দেশ্য করে জেলা প্রতি হাজারখানেক	ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর সময় অথবা ক্যাম্পাস ডে আয়োজনের সময়।
লিফলেট : রঙিন লিফলেট হবে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন কোর্স এবং দক্ষতার প্রশিক্ষণ নেওয়ার বার্তা থাকবে। লিফলেটের ডিজাইনটি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের ক্যাম্পেইন সেকশন থেকে সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানের নাম, আয়োজনের তারিখ, এবং লোগো বদলে ব্যবহার করতে হবে।	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে	জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন মেলা, বিভিন্ন স্কুল কলেজে	ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর সময়
বিলবোর্ড/ ইনফরমেশন বোর্ড : কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ নেওয়ার বার্তা থাকবে।	ডিসি অফিস ও ইউএনও অফিসে স্থাপন করতে হবে	প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায়	ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর সময়
২. কমিউনিটিতে বার্তা পৌঁছানো			
কমিউনিটি লেভেল : জেলা প্রশাসক, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও চেম্বার অব কর্মাসের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা। লিফলেট, পোস্টার, ভিডিও ডকুমেন্টারি, চাকরির সম্ভাব্যতা, উদ্যোক্তা সম্ভাবনা বিষয়ে তথ্য প্রদান।	সভা আয়োজনের মাধ্যমে বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা হবে।	জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক যেকোনো আয়োজনে	ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর সময়

কমিউনিকেশন মাধ্যম	অভীষ্টদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম	সংখ্যা	সময়কাল
উন্নয়ন মেলা : জেলা পর্যায়ে উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে বার্তা পৌছে দিতে হবে।			
৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক যোগাযোগ			
▶ প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে এবং নারীদের নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মশালা ▶ অভিভাবকদের সঙ্গে কর্মশালা ▶ চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মশালা	▶ কর্মশালার আয়োজন ▶ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ▶ চাকরির সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সভা	অভিভাবক, সংগঠন ও কর্মদাতার সঙ্গে বৈঠক	ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর সময়
	▶ মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়	কর্মসূচি শেষে কর্মশালা	
৪. কেন্দ্রীয় আয়োজন			
ক্যাম্পাস ওপেন ডে (স্কিলস কম্পিটিশন ও স্কিলস ফেয়ার) : ক্যাম্পাসে ওপেন ডে-এগুলো আয়োজন করা হবে। চাকরিদাতারা এসে দেখবে কীভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি তৈরি হচ্ছে। তাৎক্ষণিক নিয়োগও দেওয়া যাবে।	প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বছরে অন্তত একটি দিন ক্যাম্পাস ওপেন ডে আয়োজন করা	প্রতিটি ইনস্টিটিউটে বছরে ১টি আয়োজন	বছরের মাঝামাঝি অথবা বছর শেষে
ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপ- স্থানীয় বা জাতীয় অভিজ্ঞ ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে। যেখানে শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষা তাদের কতদূর নিয়ে যেতে পারে এই বিষয়ে ধারনা নিতে পারে।			
ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ- কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে গেলে পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি কিছু প্রাসঙ্গিক দক্ষতা বা সফট স্কিলস রপ্ত করতে হয়। তাই চাকরিদাতা বা পেশাগতভাবে সফল এমন ব্যক্তিত্বদের সংযুক্ত করে নেটওয়ার্কিং স্কিলস, কমিউনিকেশন স্কিলস, নেগোসিয়েশন স্কিলস এর মতো বিষয়গুলোর উপর কর্মশালা আয়োজন।			

কমিউনিকেশন মাধ্যম	অভীষ্টদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম	সংখ্যা	সময়কাল
৫. গণমাধ্যম সম্পৃক্ততা			
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন : প্রশিক্ষণ ও চাকরি বিষয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন। তরুণ ও অভিভাবকদের উৎসাহিত করতে।	স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে প্রশিক্ষণের তথ্য	স্থানীয় ২টি পত্রিকায় বছরে অন্তত ২-বার ফিচার স্টোরি	বার্ষিক আয়োজন বা বিশেষ আয়োজনে
ফিচার স্টোরি : বিভিন্ন পত্রিকায় অন্তত ৩টি সাফল্যের কাহিনী প্রকাশ করা।	সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো সাফল্যের গল্প জানানো		
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি : বিভিন্ন আয়োজনে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তৈরি ও প্রকাশ করা।	স্থানীয় প্রেসক্লাবকে সম্পৃক্ত করে গণমাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	অন্তত ৫টি আয়োজনের খবর	যে কোনো বড় আয়োজন
৬. ডিজিটাল মাধ্যম			
ফেসবুক পেইজ : কারিগরি শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুক গ্রুপ ও পেইজ কারিগরি প্রতিভায় তাদের সাফল্যের গল্প। প্রশিক্ষণ ও চাকরির বিষয় জানাবে। সচেতনতামূলক তথ্য বিনিময় ও উৎসাহিত করা হবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফেসবুক পেইজেও তথ্য বিনিময় করতে হবে।	ফেসবুকের পেইজে সচেতনতামূলক বার্তা	ফেইসবুক পেইজ ও গ্রুপে শিক্ষার্থীদের একাত্ম করা	সারা বছর ডিটিই কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত
	ফেসবুকের এই পেইজে সম্ভাব্য সব কিছুই থাকবে		

তথ্যসূত্র

১. খান, ডি এম. (২০১৯, আগষ্ট). সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস অব বাংলাদেশ টিভিইটি সেক্টর : আ ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক ফর আ টিভিইটি এসডব্লউএপি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া।

২. মিয়া, পি. এ. (২০১৮). অকুপেশনাল স্কিলস নিডস অ্যানালাইসিস ইন দ্য ক্যাচমেন্ট এরিয়াস অব সেভেন টিভিইটি ইনস্টিটিউশনস।

৩. ব্র্যাক. (২০১৯). ইয়ুথ পারসেপশন অন টেকনিকাল অ্যান্ড ভোকেশনাল. ঢাকা।